গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩০ সংখ্যা | ১৫ - ২১ মার্চ ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান কার্ল মার্ক্স স্মরণে

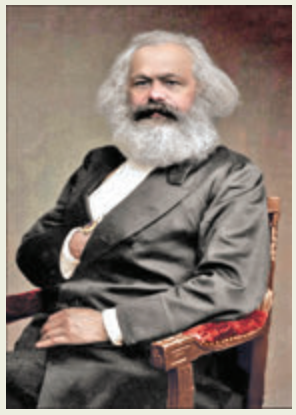

জন্ম ঃ ৫ মে ১৮১৮ মৃত্যু ঃ ১৪ মার্চ ১৮৮৩

“আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির শতকরা নব্বই জনের ক্ষেত্রেই তো ব্যক্তিগত মালিকানা ইতিমধ্যেই লোপ করা হয়েছে। অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা আছে শুধু ওই দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে নেই বলে। সুতরাং যে ধরনের মালিকানা বহাল থাকার অপরিহার্য শর্ত সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষের কোনও সম্পত্তি না থাকা, সেই মালিকি ব্যবস্থা আমরা তুলে দিতে চাই, আপনাদের উচ্ছেদ চাই, এটাই আমাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির অভিযোগ। ঠিক তাই। আমাদের সংকল্প ঠিক তাই।”

কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো, ১৮৪৮

কাজ দেন না, ভাত দেন না মোদিজি, আপনি পরিবারের কেমন কর্তা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতা শুনে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের তো চক্ষুস্থির। সে কী! কবে থেকে তাঁরা আবার মোদির পরিবারের সদস্য হয়ে গেলেন?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি তেলঙ্গানার এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘১৪০ কোটি দেশবাসীই আমার পরিবার।’ বক্তৃতা শুনে মানুষ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছেন, প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ তাঁদের তাঁর পরিবারের সদস্য বলতে গেলেন কেন? আর কোন সুবাদেই বা তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য হলেন? দেশবাসীর আরও ভাবনা— দশ বছর সরকারে থাকার পর ঠিক ভোটের মুখে এসেই হঠাৎ তাঁর এমন ঢালাও পরিবারের সদস্যপদ বিলানো কেন? প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনে সবারই মনে পড়ছে, এক সময় বিজেপি ঘোষণা করেছিল, যে কেউ নেতাদের ফোনে একটা ‘মিসড কল’ দিলেই বিজেপির সদস্য হতে পারবে। এ বার অবশ্য তেমন কিছু ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী সব দেশবাসীকে নিজের পরিবারের সদস্য করে নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এই পরিবারকে বলেছেন, ‘মোদি কা পরিবার’। মানে মোদির পরিবার। অর্থাৎ পরিবারের কর্তা তিনিই। তা কর্তামশাই যখন, তখন দেশবাসীর প্রতি নিশ্চয় তাঁর ভাল

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ৬ মার্চ দলের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ এবং প্রশাসনিক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ছবি ঃ বহরমপুরে ডিএম অফিস

আন্দোলন করেই জয় ছিনিয়ে আনলেন আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে লাগাতার ৫ দিনের কর্মবিরতি সরকারের থেকে ছিনিয়ে নিল তাদের দাবি। রাজ্য সরকার বাধ্য হল আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাতা বাড়াতে। এই কর্মবিরতি আন্দোলন আবারও প্রমাণ করল যে, উন্নত আদর্শকে পাথেয় করে সঠিক নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত করলে দাবি আদায় করা সম্ভব। রাজ্য সরকারের বাজেটে কোনও বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করতে হয়েছে। এ আন্দোলন অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় গড়ে ওঠা আরও বহু আন্দোলনকে উজ্জীবিত করবে, এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কিছু দিন আগেও আন্দোলনের ফলস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গে আশাকর্মীদের বোনাস বাড়িয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ মার্চ সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনের সামনে আশাকর্মীদের বিশাল বিক্ষোভ সভা। পরে এক প্রতিনিধিদল স্বাস্থ্য-আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে ভাতা বাড়ানোর জোরালো দাবি জানান

লড়াকু আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জয়ে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ৬ মার্চ তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

জাতীয় ঐক্যমত্য গড়ে না তুলে নাগরিকত্ব আইন(সিএএ) কার্যকর করা চলবে না

এসইউসিআই(সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১১ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে দেখছি, উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় স্তরে কোনও ঐক্যমত্য গড়ে তোলার চেষ্টা না করেই বিজেপি সরকার লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তড়িঘড়ি নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন-২০১৯ বা সিএএ চালু করার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল।

আমরা দাবি জানাচ্ছি, দেশের সমস্ত স্তরের নাগরিককে যুক্ত করে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত্য গড়ে তোলার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং একমাত্র এই ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন প্রণয়ন করতে হবে।

কেমন কর্তা মোদিজি

একের পাতার পর

রকমই দায়িত্ববোধ আছে! দেখা যাক, গত দশ বছরে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর প্রতি কেমন দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্ষমতায় বসার দু'বছরের মাথায় প্রধানমন্ত্রী 'নোট বাতিল' ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, এতে সাধারণ মানুষের যত অসুবিধাই হোক, দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ, জাল নোট এবং কালো টাকা চিরকালের জন্য দূর হয়ে যাবে। আজ সবাই জানেন, এর কোনওটাই হয়নি। নোট বদলানোর লাইনে দাঁড়িয়ে একেবারেই যাঁরা সাধারণ মানুষ, যাঁদের জাল নোট বা কালো টাকার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই তেমন শতাধিক মানুষেরই কেবল প্রাণ গিয়েছে। আর ছোট ছোট কারখানা এবং সংস্থাগুলি বাধ্য হয়েছে কারবারের ঝাঁপ বন্ধ করতে। বেকার হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। জাল নোট কিংবা কালো টাকার কারবারি কিন্তু একজনও ধরা পড়েনি। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর এই নাটকীয় ঘোষণায় দেশের একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা খুশি হয়েছিল। কারণ তাদের বাজার এর ফলে বেড়ে গিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেবেন। ২০২৪ সাল হয়ে গেল। কৃষকরা জানেন, দ্বিগুণ নয়, সার-বীজ-কীটনাশক-বিদ্যুতের দামে সরকার খরচ যা বাড়িয়েছে তাতে অর্ধেক হতে বসেছে তাঁদের রোজগার। প্রধানমন্ত্রী কখন এমন ঘোষণাটি করেছিলেন? যখন দেশের একচেটিয়া পুঁজির, বিশেষত আদানি-আম্বানিদের কৃষিপণ্যের ব্যবসায় বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দিতে বিজেপি সরকারের আনা তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশের কৃষকরা মরণপণ লড়াই করছেন। মোদি সরকারের নীতিতে আজ দেশে প্রতি দিন গড়ে ৩০ জন কৃষক আত্মহত্যা করছেন। এর পরেও কৃষকদের নিজের পরিবারের সদস্য বলা তাঁদের প্রতি বিদ্রুপ ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?

৪৪টি শ্রম আইনকে ছেঁটে ৪টিতে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাতে শ্রমিকদের বহু সংগ্রামে অর্জিত অধিকারগুলি প্রায় সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। স্থায়ী চাকরি প্রায় তুলেই দেওয়া হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রের কোথাওই ন্যূনতম মজুরি বলে কিছু নেই। আট ঘণ্টার পরিবর্তে মালিকরা এখন শ্রমিক-কর্মচারীদের ইচ্ছামতো খাটাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই শ্রমজীবী মানুষকে পরিবারের সদস্য ভাবতেন, তা হলে তাঁদের এই হাল কি হতে দিতেন?

প্রধানমন্ত্রী এখন সব বক্তৃতায় নারীশক্তির কথা বলছেন। দেশের সেই নারীদের জন্য তাঁর সরকার কী করেছে? তাঁর নিজের রাজ্য গুজরাটে যেখানে বছরের পর ধরে সরকারে বিজেপি, সেখানে গত পাঁচ বছরে নারীর ওপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। শিশুদের ওপর অত্যাচার বেড়ে হয়েছে পাঁচগুণ (নিউ ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, ১৬.১.২৪)। দেশের ৫০ শতাংশ নারী অপুষ্টির শিকার। পণের জন্য নির্যাতন এবং বধূহত্যা ভারতে একটি গুরুতর সমস্যা। এনসিআরবি-র তথ্য অনুযায়ী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা ২০২২-এর তুলনায় ২০২৩-এ প্রায় ৪ শতাংশ বেড়েছে। বাল্যবিবাহ এবং নারী পাচার আজও গুরুতর সমস্যা হিসাবে থেকে গেছে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত কমছে। তাঁর দলের সাংসদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন অলিম্পিক পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগিররা। তা হলে ভারতের নারীরা কোন ভরসায় নিজেদের প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য বলে মনে করবেন!

দেশে বেকারত্ব গত ৪৫ বছরে শীর্ষে পৌঁছেছে। লক্ষ লক্ষ পদ শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারে। লাখে লাখে যুবকরা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে শ্রমিকের কাজের জন্য। এমনকি ভাড়াটে সেনায় নাম লিখিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে প্রাণ পর্যন্ত দিচ্ছেন। দেশে এখন কর্মহীন বেকার যুবকরা প্রতি ঘণ্টায় দু'জন করে আত্মহত্যা করছেন। এই সব কিছু দেখেও যে প্রধানমন্ত্রী নীরব, তিনি কেমন পরিবারের কর্তা? বাস্তবে দেশের কোনও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষই মোদির পরিবারের সদস্য হতে পারেন না।

পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া প্রধানমন্ত্রী সরকারের পরিচয়, দলের পরিচয়কে পিছনে ঠেলে নিজের পরিচয়কেই সামনে এনেছেন। দলের নেতারা বাধ্য ছাত্রের মতো সেই তালেই তাল দিচ্ছেন মাত্র। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণে নতুন কিছু নেই। সব স্বৈরশাসকই এমন আচরণ করেন। এর আগে দেশের মানুষ দেখেছেন 'ইন্দিরা গান্ধী ইজ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা গান্ধী' স্লোগান। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ দেখলেও তার খানিকটা মালুম হয়।

তা এই 'মোদি কা পরিবারের' সদস্য সত্যিই কারা দেখে নেওয়া যাক। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর বিজেপি মন্ত্রী-নেতা-সাংসদরা সমাজমাধ্যমে তাঁদের নামের পাশে 'মোদির পরিবার' লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। তার মধ্যে আছেন কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত ব্রিজভূষণ শরণ সিংহ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি-ও, যাঁর ছেলে লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের গাড়ির চাকায় পিষে মেরেছিল।

আচ্ছা, মণিপুর তো দেশেরই একটি অঙ্গরাজ্য, কিন্তু সেখানকার বাসিন্দাদের কি প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিবারের সদস্য বলে মনে করেন না? মাসের পর মাস সেখানে যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ চলছে, বিপন্ন হচ্ছে জনজীবন, তা নিয়ে তাঁর কোনও হেলদোল নেই কেন? এত দিনে এক বারের জন্যও তিনি সেখানে যেতে পর্যন্ত পারলেন না, সংঘর্ষ থামাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা!

তাঁর স্বঘোষিত পরিবারের সদস্য দেশের সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাইয়ের আগুনে প্রতি মুহূর্তে পুড়ছে। মোদির সরকার এবং প্রশাসন পরিবারের সদস্যদের এমন দুর্বিষহ অবস্থা দেখেও ঠুঁটো হয়ে রয়েছে। আসলে তারা ব্যস্ত দেশের একচেটিয়া পুঁজির সেবা করতে। সেই সেবারই ফল হিসাবে ভারতে অতি ধনী মানুষের (মোট সম্পদ প্রায় ২৫০ কোটি টাকার) সংখ্যা ২০২২-এর তুলনায় ২০২৩-এ ৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৩,২৬৩ জন। সমীক্ষার দাবি, পাঁচ বছরে (২০২৩-২০২৮) ভারতে সংখ্যাটা ৫০ শতাংশ বেড়ে হতে পারে ১৯,৯০৮ জন। অক্সফ্যামের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে— মাত্র ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে রয়েছে ভারতের ৪০ শতাংশের বেশি সম্পদ, আর নীচের ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ। এরপরও বুঝতে অসুবিধা হয় কি মোদির পরিবারের আসল সদস্য কারা?

তা হলে প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের ফাঁকা কথাগুলি বলে চলেছেন কেন? আসলে লোকসভা নির্বাচন মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝেছেন, দেশের ৯৯ ভাগ মানুষের জন্য তিনি এমন কিছু করেননি যাতে তাঁরা খুশি হয়ে তাঁকে বা তাঁর দলকে সমর্থন করতে পারেন। তাঁদের ধোঁকা দিতে তাই তাঁকে নিত্যনতুন বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এর আগে কখনও তিনি 'আচ্ছে দিনে'-র স্লোগান তুলেছেন, কখনও 'বিকাশ পুরুষ' সেজেছেন। এ বার প্রতারণার নতুন স্লোগান 'মোদি কা পরিবার'। প্রধানমন্ত্রীকে দেশের মানুষের প্রশ্ন, ভাত দেন না, কাজ দেন না, মহিলাদের নিরাপত্তা দেন না, মোদিজি, তা হলে পরিবারের কেমন কর্তা আপনি?

জয় ছিনিয়ে আনলেন আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

একের পাতার পর

৫৩০০ টাকা, আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবসরকালীন ভাতা ৩ লক্ষ টাকা, অবসরের বয়স ৬৫ বছর ইত্যাদি দাবি মানতে সরকার বাধ্য হয়েছে। আশাকর্মী ইউনিয়নের বহুদিনের দাবি ছিল, কর্মরত অবস্থায় যে সমস্ত কর্মীর মৃত্যু ঘটছে তাঁর পরিবারকে সাহায্য দিতে হবে। সরকার তা মানতে বাধ্য হয়েছে। আজ পর্যন্ত যা আদায় করা গেছে তা সরকারি ক্ষমতার জোরে নয়, নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের আঘাতেই হয়েছে। চূড়ান্ত সরকারি বঞ্চনা, ইনসেন্টিভ মাসের পর মাস বকেয়া থাকা, কোভিড কালে সরকারি ঘোষণা বাস্তবায়িত না করা, বহু সরকারি অর্ডার উপেক্ষা করা সহ কর্মক্ষেত্রে হয়রানির প্রতিবাদে এ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন হয়েছে। এই স্কিম কেন্দ্রীয় সরকারের হলেও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব অনেক। বিগত দিনে কেন্দ্র এবং রাজ্যের দুটি বাজেটে উভয় সরকার আশাকর্মীদের প্রতারিত করেছে। বারবার বহু প্রতিশ্রুতি, ফুল, মালা, অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে, কিন্তু ন্যূনতম পারিশ্রমিক দিয়ে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার মতো কোনও ব্যবস্থা সরকার করছে না। উপরন্তু কাজ করার পরেও ন্যায্য পাওনা, পারিশ্রমিক দেয়নি। এ জন্য বারবার রাস্তায় নামতে হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটে আশাকর্মীদের জন্য কোনও বরাদ্দ করা হয়নি। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেল খাটতে হয়েছে। কিন্তু আশাকর্মীরা প্রতিরোধের রাস্তা ছাড়েননি।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আশাকর্মীরা ১ মার্চ থেকে কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হন। ৩ মার্চ থেকে ছিল পালস পোলিও কর্মসূচি। এই কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করে, ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে অনড় হয়ে ৯৯ শতাংশ আশাকর্মী কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১ মার্চ থেকে পাহাড় থেকে সুন্দরবন আশাকর্মীদের আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। আন্দোলন আছড়ে পড়ে ৫ মার্চ স্বাস্থ্য ভবনে। এক দিনের ঘোষণায় প্রায় ৪৫ হাজার আশাকর্মী সেদিন উপস্থিত হন স্বাস্থ্যভবনে। স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্তারা ইউনিয়নের সাথে বসতে বাধ্য হন। আন্দোলনের চাপে পরদিনই দাবি মেনে ভাতা বৃদ্ধি, কর্মরত অবস্থায় কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা সাহায্য সহ আরও কিছু ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এ থেকে পরিষ্কার যে, সঠিক নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে সুসংগঠিত আন্দোলন না হলে এ দাবিগুলি আদায় সম্ভব হত না।

অপূরিত দাবি নিয়ে আগামী দিনে আন্দোলন চলতে থাকবে, কারণ কর্মীদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেয়ে যে, একমাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দাবি পূরণ সম্ভব।

জীবনাবসান

পূর্ব বর্ধমান জেলায় দলের কাটোয়া লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড তারক গাঙ্গুলী ১ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি এআইকেকেএমএসের জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮-এর ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণকার্যে দলের কর্মীদের ভূমিকা তাঁকে আকৃষ্ট করে। তিনি নিজেও ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপর দলের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকায় কাজ শুরু করেন। মূলত তাঁর উদ্যোগেই কেতুগ্রাম থানার পাণ্ডুগ্রাম অঞ্চলে দলের বিস্তার ঘটতে থাকায় সিপিএম তাদের দুষ্কৃতী বাহিনী নামিয়ে এসইউসিআই(সি) কর্মীদের দমন করার চেষ্টা করে। কমরেড তারক গাঙ্গুলী তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

যৌথ পরিবারে থেকে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যেও তিনি প্রতিনিয়ত হাসিমুখে দলের কাজ করে গেছেন। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদেরও দলের সাথে যুক্ত করার প্রচেষ্টা ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামীণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা প্রতিকারের জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। কমরেড গাঙ্গুলী এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর অমায়িক ব্যবহার, দরদি মন ও অমলিন হাসির জন্য। তাঁর মরদেহ গ্রামে পৌঁছনোর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ আসেন তাঁদের কাছের মানুষটিকে শেষবার দেখতে।

তিনি ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে অত্যন্ত উদারমনা একজন মানুষ। শেষের দিকে শারীরিক নানা সমস্যার কারণে আগের মতো পরিশ্রম করে দলের কাজ করতে না পারলেও প্রতি সপ্তাহে গণদাবী বিক্রি করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে আর এলাকার মানুষ হারাল তাদের একান্ত আপনজনকে।

কমরেড তারক গাঙ্গুলী লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (২১)

ভি আই লেনিন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। এ বার শেষ কিস্তি।

পন্নেকয়েকের সাথে কাউটস্কির বিতর্ক

কাউটস্কির বিরোধিতা করতে গিয়ে পন্নেকয়েক[১] 'চরম বামপন্থার' অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে আবির্ভূত হন। এই দলে রোজা লুক্সেমবার্গ, কার্ল রাদেক প্রভৃতিরাও ছিলেন। বিপ্লবী রণকৌশলের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা সমস্বরে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন, কাউটস্কি ক্রমাগত 'মধ্যপন্থার' দিকে ঢলে পড়ছেন। এর ফলে তিনি মার্ক্সবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে অনৈতিক দোদুল্যমানতায় ভুগছেন। যখন এই মধ্যপন্থী প্রবণতা (যাকে ভুল করে মার্ক্সবাদী বলা হয়), বা কাউটস্কিবাদী প্রবণতা, যুদ্ধের সময় তার সমস্ত কদর্যতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তখন এই চিন্তার সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হল।

রাষ্ট্র সম্পর্কে 'গণসংগ্রাম ও বিপ্লব' শীর্ষক একটা নিবন্ধে (নিউ জেইট, ১৯১২, খণ্ড ৩০,২) পন্নেকয়েক কাউটস্কির দৃষ্টিভঙ্গিকে 'নিরুদ্যম প্রগতিশীলতা', 'নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষার তত্ত্ব' বলে অভিহিত করেছেন। পন্নেকয়েক লিখেছেন, "বিপ্লবের প্রক্রিয়া বুঝতে কাউটস্কি অস্বীকার করেছেন" (পৃষ্ঠা ৬১৬)। বিষয়টাকে পন্নেকয়েক এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যা নিয়ে আমাদেরও আগ্রহ আছে, যেমন, রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বহারা বিপ্লবের কর্তব্য।

তিনি লিখেছেন, "বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারার সংগ্রাম শুধুমাত্র রাষ্ট্রশক্তি দখলের জন্য নয়। বরং এই সংগ্রাম রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে।... সর্বহারা বিপ্লবের মর্মবস্তু হল সর্বহারার শক্তির উপকরণের সাহায্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তিকে ধ্বংস করা, চূর্ণ-বিচূর্ণ করা।... এই সংগ্রাম তখনই থামবে, যখন এর ফলে, রাষ্ট্রশক্তি পুরোপুরি ধ্বংস হবে। সংখ্যালঘু শাসক শ্রেণির সংগঠনকে ধ্বংস করে তখন সংখ্যাগুরুর সংগঠন নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে" (পৃষ্ঠা ৫৪৮)।

যে তত্ত্বের সাহায্যে পন্নেকয়েক তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেছেন তার গুরুতর ত্রুটি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর অর্থ পরিষ্কার। যে ভাবে কাউটস্কি এর বিরোধিতা করেছেন তা খুবই মজার।

তিনি লিখেছেন, "এখন পর্যন্ত, সোসাল ডেমোক্র্যাট ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হল, সোসাল ডেমোক্র্যাটরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায়, আর, নৈরাজ্যবাদীরা চায় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে। পন্নেকয়েক দুটোই করতে চান।" (পৃষ্ঠা ৭২৪)

পন্নেকয়েকের তত্ত্ব সঠিক নয়। তাঁর প্রবন্ধের অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কথা ধরছি না, কারণ বর্তমান বিষয়ের সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। পন্নেকয়েক যে নীতিগত প্রশ্ন তুলেছেন কাউটস্কি সেই প্রশ্নটাই আঁকড়ে ধরেছেন। এই মৌলিক নীতিগত প্রশ্নে কাউটস্কি মার্ক্সবাদী অবস্থানকে একেবারে পরিত্যাগ করে পুরোপুরি

সুবিধাবাদের পক্ষে চলে গেছেন। সোসাল ডেমোক্র্যাট ও নৈরাজ্যবাদীর মধ্যে পার্থক্যের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তা একেবারেই ভুল। তিনি মার্ক্সবাদকে একেবারে দূষিত করেছেন, বিকৃত করেছেন।

মার্ক্সবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হল এই রকম ঃ ১) মার্ক্সবাদের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের একেবারে বিলোপ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা শ্রেণি অবলুপ্ত হলেই একমাত্র এই লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। এই পথেই রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যেতে থাকবে। নৈরাজ্যবাদ একেবারে রাতারাতি রাষ্ট্রের বিলোপ চায়। কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বিলোপ হতে পারে তা তাঁরা বোঝেন না।

২) মার্ক্সবাদ মনে করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর সর্বহারা শ্রেণিকে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র একেবারে ধ্বংস করতে হবে এবং তার জায়গায় নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র হবে সশস্ত্র শ্রমিকের সংগঠন, অনেকটা কমিউন ধরনের। অপর দিকে, নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংসের কথা বললেও, তার জায়গায় সর্বহারা শ্রেণি কী প্রতিষ্ঠা করবে সে সম্পর্কে তাঁদের পরিষ্কার ধারণা নেই, ধারণা নেই সর্বহারা শ্রেণি কী ভাবে বিপ্লবী ক্ষমতা ব্যবহার করবে। এমনকি, বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করা উচিত, এ কথাও তাঁরা অস্বীকার করেন। তাঁরা সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী একনায়কত্বও স্বীকার করেন না। ৩) মার্ক্সবাদ মনে করে বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সর্বহারা শ্রেণিকে বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নৈরাজ্যবাদীরা তা প্রত্যাখ্যান করে।

এই বিতর্কে কাউটস্কি নন, পন্নেকয়েকই মার্ক্সবাদের পক্ষে। কারণ, মার্ক্স শিখিয়েছেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতবদল করে, সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে পারবে না। বিপ্লব করতে হলে তাকে এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে, তার জায়গায় নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কাউটস্কি মার্ক্সবাদকে পরিত্যাগ করে সুবিধাবাদীদের শিবিরে যোগ দিয়েছেন। কাউটস্কির যুক্তিধারা থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার বিষয়টা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। কারণ সুবিধাবাদীদের কাছে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি সুবিধাবাদীদের জন্য একটা যুক্তিতে ফাঁক রেখে দিয়েছেন। যার সুযোগে তারা 'জয় করা'র অর্থকে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

মার্ক্সবাদের এই বিকৃতিকে ঢাকবার জন্য কাউটস্কি মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি নিজেই মার্ক্স থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ১৮৫০ সালে মার্ক্স লিখেছিলেন, 'রাষ্ট্রের হাতে সুদৃঢ় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা থাকা' প্রয়োজন। এই উদ্ধৃতি দেখিয়ে বিজয়ীর মতো কাউটস্কি জিজ্ঞাসা করেছেন— পন্নেকয়েক কি 'কেন্দ্রিকতাকে' ধ্বংস করতে চান?

এ কৌশল ছাড়া কিছু নয়। বার্নস্টাইন যেমন কেন্দ্রিকতা ও ফেডেরালিজমের প্রশ্নে মার্ক্স ও প্রুধোঁকে এক করে দিয়েছিলেন, কাউটস্কিও সেই পন্থা গ্রহণ করেছেন।

কাউটস্কির উদ্ধৃতি ব্যবহার কোনও কাজেই লাগবে না। পুরনো ও নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র— এই দুই ক্ষেত্রেই কেন্দ্রিকতা সম্ভব। যদি শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় তাদের সশস্ত্র শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে, তাকেও কেন্দ্রিকতা বলা হবে। এই কেন্দ্রিকতা তৈরি হবে পুরনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্র, স্থায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে 'সম্পূর্ণ ধ্বংসের' ভিত্তিতে। কাউটস্কি একেবারে প্রতারকের মতো কাজ করছেন। তিনি কমিউন সম্পর্কে মার্ক্স-এঙ্গেলসের বিখ্যাত যুক্তিকে অবহেলা করে তাঁদের এমন একটা উদ্ধৃতি খুঁজে বের করেছেন, যার সাথে আলোচ্য বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নেই।

কাউটস্কি আরও বলেছেন, "পন্নেকয়েক সম্ভবত আমলাদের রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম অবলুপ্ত করে দিতে চান? কিন্তু আমরা পার্টি বা ট্রেড ইউনিয়নে কর্মকর্তা ছাড়া কাজ চালাতে পারব না, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তো পারবই না। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অবলুপ্তির কথা আমাদের কর্মসূচি বলে না। বরং বলে, তাঁরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।... 'ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের' প্রশাসনিক যন্ত্র কী রূপ নেবে, এখানে আমরা তা আলোচনা করছি না। আমরা আলোচনা করছি, আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম কি **রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের আগেই** (মোটা হরফ কাউটস্কির) রাষ্ট্রযন্ত্রকে অবলুপ্ত করতে পারে? আমলা সমেত কোন কোন মন্ত্রীর দপ্তরকে অবলুপ্ত করা যেতে পারে?" তারপর নাম করা হয়েছে শিক্ষা, বিচার, অর্থ ও যুদ্ধদপ্তরের। "না, সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা বর্তমান মন্ত্রিসভার কোনও মন্ত্রীই বরখাস্ত হবেন না। ... ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে, আমি আবার বলছি, সোসাল ডেমোক্র্যাটরা বিজয় অর্জন করার ফলে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের রূপ কী হবে তা আমরা আলোচনা করছি না। আমাদের বিরোধিতার ফলে বর্তমান রাষ্ট্রের কী পরিবর্তন হবে, আমরা সেটাই আলোচনা করছি।" (পৃষ্ঠা, ৭২৫)

নিঃসন্দেহে, এ একটা কৌশল। পন্নেকয়েক বিপ্লবের কথা তুলেছিলেন। এই প্রবন্ধের শিরোনাম এবং উপরের উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ পরিষ্কার তাই বলছে। এই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে 'বিরোধিতার' কথা তুলে কাউটস্কি বিপ্লবী মতবাদকে সুবিধাবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার অর্থ দাঁড়ায়— এখন আমরা বিরোধী, ক্ষমতা দখলের পরে আমরা কী হব, তা আমরা পরে বিচার করে দেখব। বিপ্লব উবে গেল! ঠিক এই জিনিসটাই সুবিধাবাদীরা চাইছেন।

বিরোধী ভূমিকা ও সাধারণভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল বিপ্লব। বিপ্লবের অর্থ হল, সর্বহারা শ্রেণি সমগ্র 'প্রশাসনিক কাঠামো' ও সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপিত করবে। এই নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র সশস্ত্র শ্রমিক নিয়ে গঠিত। কাউটস্কি 'মন্ত্রিসভার' প্রতি একটা 'কুসংস্কারমূলক শ্রদ্ধা' দেখাচ্ছেন। কিন্তু কেন? সর্বশক্তিমান, সার্বভৌম শ্রমিক-সৈনিক সোভিয়েতের অধীনে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের কমিটি কি তাঁদের প্রতিস্থাপিত করতে পারবে না?

'মন্ত্রিসভা' থাকবে কি না, বা 'বিশেষজ্ঞদের কমিটি' বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে কি না, এ সব একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বিষয়টা হল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র (যা বুর্জোয়াদের সাথে হাজারো বন্ধনে আবদ্ধ, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গতানুগতিকতা ও জড়ত্ব জমাট বেঁধে আছে) থাকবে কি না, অথবা নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা তাকে ধ্বংস ও প্রতিস্থাপিত করা হবে কি না। বিপ্লব মানে এ নয় যে, নতুন শ্রেণি পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে দমন ও শাসন করবে। বরং বিপ্লবের অর্থ হল, নতুন শ্রেণি পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করবে এবং নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে দমন ও শাসন করবে। কাউটস্কি মার্ক্সবাদের এই মূল ধারণাকে চেপে গেছেন বা একেবারেই তিনি তা বুঝতে পারেননি।

আমলাদের সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন পরিষ্কার দেখিয়ে দেয়, মার্ক্সের বা কমিউনের শিক্ষাকে তিনি বুঝতে পারেননি। 'কর্মকর্তাদের ছাড়া এমনকি পার্টিতে বা ট্রেড ইউনিয়নে আমরা কাজ চালাতে পারব না।'

বুর্জোয়া শাসনে, পুঁজিবাদে আমরা আমলা ছাড়া কাজ চালাতে পারব না। সর্বহারা শ্রেণি নিপীড়িত, শ্রমজীবী জনগণ পুঁজিবাদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। পুঁজিবাদে মজুরি দাসত্বের নানাবিধ শর্ত এবং জনগণের অভাব-দারিদ্রের জন্য গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ, সংকুচিত, খণ্ডিত, বিকৃত। রাজনৈতিক সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তারা একমাত্র এই কারণেই দুর্নীতিগ্রস্ত বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে তাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার দিকে ঝোঁকে। পুঁজিবাদী পরিবেশের জন্য তাঁরা আমলায় অর্থাৎ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, জনগণের ঊর্ধ্বে, বিশেষ সুবিধাভোগী ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার দিকে ঝোঁকেন।

এই হল আমলাতন্ত্রের মর্মবস্তু। এবং যতদিন পুঁজিপতিদের সম্পদ কেড়ে নেওয়া না যাবে, যতদিন বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা না যাবে, ততদিন এমনকি সর্বহারা শ্রেণির কর্মকর্তারাও অবশ্যম্ভাবী

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে

৬ মার্চ জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

সন্দেশখালি কাণ্ডে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি, কৃষি ফসলে এমএসপি চালু ও কৃষকদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ও বিদ্যুৎ বিল-২২ বাতিল সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে দলের পক্ষ থেকে ৬ মার্চ রাজ্যের সর্বত্র গণবিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। ওই দিন দলের পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছায়। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী সহ অন্যরা। জেলার মোহনপুর ব্লকে বিক্ষোভ ডেপুটেশন হয়। মোহনপুর শহর জুড়ে বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিল ব্লক অফিসের সামনে পৌঁছলে পুলিশ গতিরোধ করে। চলে বিক্ষোভ সভা।

এ দিন পূর্ব মেদিনীপুরে দলের নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে সকাল ১০টা থেকে নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান চলে। বিডিও-র কাছে ১৪ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের রাস্তা দ্রুত মেরামতের দাবিতে, আবাস যোজনায় নথিভুক্ত ব্যক্তিদের টাকা দেওয়া, যাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়া, এলাকায় মদ-লটারির দোকান বন্ধকরা সহ বেশ কিছু দাবিতে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। বিডিও অফিসের সামনে পথ অবরোধ করা হয় ও পরে বিডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিডিও দাবিগুলোর সঙ্গে সহমত হন। বিশেষ করে সোয়াদিঘি খালের সংস্কার, মেচেদার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেবেন বলে কথা দেন। একটি সুসজ্জিত মিছিল নোনাকুড়ি বাজার পরিক্রমা করে।

মুর্শিদাবাদ জেলা ডিএম অফিস অভিযান হয় ৬ মার্চ। বহরমপুর পুরাতন হাসপাতালের মোড় থেকে দলের জেলা কমিটির আহ্বানে কয়েক শত মানুষের সুসজ্জিত মিছিল ডিএম অফিসের দিকে এগিয়ে গেলে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী মিছিলের পথ রোধ করে, শুরু হয় ধ্বস্তাধস্তি। পরপর তিনটি ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগোতে থাকলে পুলিশের বাধায় কয়েকজন কর্মী আহত হন। নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়।

৬ মার্চ ১৩ দফা দাবিতে ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় পুরুলিয়া জেলা কমিটি। জেলার সরকারি স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে, অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার নার্স নিয়োগ, মদের প্রসার বন্ধ, ফসলের ন্যায্য দাম, নির্বাচনের কাজের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ না রাখা সহ একাধিক দাবিতে জুবিলি ময়দান থেকে মিছিল করে ডিএম দপ্তরের গেটে বিক্ষোভ দেখান দলের কর্মী-সমর্থকরা। ৫ জনের প্রতিনিধি দল ডিএম-কে দাবিপত্র দেন।

আলিপুরদুয়ার জেলায় তিনটি জায়গায় বিক্ষোভ হয়। আলিপুরদুয়ার চৌপথী থেকে মিছিল মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছায় এবং স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ফালাকাটায় মিছিল করে বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বীরপাড়া-মাদারিহাট লোকাল কমিটির পক্ষে মাদারিহাট চৌপথী থেকে মিছিল করে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কলকাতার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ মণ্ডল, জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস সুব্রত বিশ্বাস, কিষান প্রধান প্রমুখ।

৭ মার্চ হাওড়ার শিবপুর ট্রামডিপো থেকে হাওড়া ময়দান হয়ে ডিএম দপ্তর অভিমুখে এসইউসিআই(সি) দলের সদর জেলা কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল হয়। বঙ্কিম সেতুর নিচে পুলিশ মিছিল আটকালে সেখানে ব্যাপক বিক্ষোভের পর ডি এম ডেপুটেশন হয়। রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে এ দিন বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়।

আলিপুরদুয়ার

শিলিগুড়ি

বীরভূম

পুরুলিয়া

পূর্ব বর্ধমান

হাওড়া শহর

নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর

কলকাতার কলেজ স্ট্রিট থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিল

মালদায় মিড ডে মিল কর্মীদের সভা

কেন্দ্রীয় সরকার এ বারের বাজেটে মিড ডে মিল কর্মীদের জন্য কোনও টাকা বাড়ায়নি। রাজ্য সরকার মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িয়েছে। যা মূল্যবৃদ্ধির বাজারে অতি সামান্য। মিড ডে মিল কর্মীদের যে গুরুত্বপূর্ণ দাবি— ১২ মাসের বেতন দিতে হবে, তা কোনও সরকারই পূরণ করেনি। মে এবং অক্টোবর মাসে কাজ করিয়েও বেতন দেওয়া হয় না পুজো ও গ্রীষ্মের ছুটির অজুহাতে। বেতন বৃদ্ধি, অবসরকালীন ভাতা, পেনশন, পিএফ, বোনাস ও মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবিতে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের বৃহত্তর আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ৮ মার্চ মালদার চাঁচোলে মালতিপুর বাজারে (ছবি) এবং ৯ মার্চ হরিশ্চন্দ্রপুর তুলসীহাটা হাটখোলায় মিড ডে মিল কর্মীদের সভা হয়।

রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা সহ জেলা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। দাবিগুলি নিয়ে লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

‘স্টুডেন্টস ম্যানিফেস্টো’ তৈরির উদ্যোগ এআইডিএসও-র

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের আগে ছাত্র সমাজের সমস্যাগুলি নিয়ে স্টুডেন্টস ম্যানিফেস্টো তৈরি করছে এআইডিএসও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ৫ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন,

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এই নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক তরুণ ভোটার অংশগ্রহণ করবেন। যাদের মধ্যে বড় সংখ্যায় থাকবে ছাত্রসমাজ। ছাত্র সমাজের শিক্ষা এবং শিক্ষান্তে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি ভোটসর্বস্ব দলগুলি ঘোষণা করলেও বাস্তবে কোনও সমস্যারই সমাধান তারা করে না। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েই বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কমিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের কোনও উদ্যোগ নেই। শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, কর্মসংস্থানের সমস্যা সমাধানের দাবিকে জোরালো ভাবে তুলে ধরতে সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি লোকসভা নির্বাচনের আগেই ছাত্রছাত্রীদের দাবি সম্বলিত বক্তব্য ‘স্টুডেন্টস ম্যানিফেস্টো’ তৈরি করে জনসমক্ষে প্রকাশ করবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত প্রার্থীদের কাছে পাঠানো হবে। সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হোস্টেল এবং এলাকায় ছাত্রদের যুক্ত করে মতবিনিময় সভার মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য সংগ্রহ করবে মার্চ মাস জুড়ে।

ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ম্যানিফেস্টো কর্মসূচির ঘোষণা সাংবাদিক সম্মেলনে

ব্যাঙ্ককর্মীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন চুক্তি কর্মচারী স্বার্থের বিরোধী

ব্যাঙ্ককর্মীদের বেতন সংক্রান্ত দ্বাদশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৮ মার্চ। এর বিরোধিতা করে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কএমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম (এআইবিইইউএফ)-এর সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল এক বিবৃতিতে বলেন, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পাঁচটি সংগঠন এআইবিইএ, এনসিবিই, বিইএফআই, আইএনবিইএফ, এনওবিডব্লিউ এবং ব্যাঙ্ক অফিসারদের চারটি সংগঠন এআইবিওএ, এআইবিওসি, আইএনবিওসি, এনওবিও নিয়ে গঠিত ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন্স (ইউএফবিইউ) দ্বাদশ দ্বিপাক্ষিক বেতন চুক্তিতে সই করেছে যেখানে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে ১৭ শতাংশ। এটা কোনও বিজ্ঞানসম্মত বেতন চুক্তি নয়। পূর্বের অন্যান্য চুক্তির মতো এ বারেও একই 'অ্যাডহকিজম' বা কাজ চলার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যার পিছনে নেই কোনও সুসমন্বিত নীতি। ১৯৫৭ সালে পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলন যে সুপারিশ করেছিল সেই অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি, সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রা পরিচালনার জন্য মজুরি ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে একজন শ্রমিকের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বর্তমান বাজার-মূল্য বিবেচনার নিরিখে যা ১৯৯১ সালে দেশের শীর্ষ আদালতও বহাল রেখেছিল। অথচ এ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক ভাবে পুরাতন বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ ভাতার একাংশ যোগ করে যে পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে তাকে কিছুটা এ-দিক ও-দিক করে নতুন বেতন কাঠামো খাড়া করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এই চুক্তিতে ইউএফবিইউ নেতৃত্ব অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ কর্মচারীদের পেনশন আপডেট করার অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছে। পেনশন আপডেট করার পরিবর্তে তাদের নেতৃত্ব এই দাবিটি অযৌক্তিক ভাবে নিস্পত্তি করে এক্সগ্রাশিয়া দিতে চেয়েছে যা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রতি অন্যায় আচরণ।

আমরা বর্তমান এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের স্বার্থ বিসর্জনকারী এই দ্বাদশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত কর্মচারীদের নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

১) কোনও মনগড়া পদ্ধতি নয়, পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। ২) এক্সগ্রাশিয়া নয়, নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল পেনশন আপডেট করতে হবে।

নির্বাচনে গণতন্ত্রের যথার্থ প্রতিফলন কি সম্ভব সেমিনার নৈহাটিতে

'ভারতবর্ষের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের যথার্থ প্রতিফলন কি সম্ভব' এই বিষয়ে ৩ মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটিতে সিপিডিআরএসের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সৌম্য সেন। বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতার অধ্যাপক স্বাগতম দাস, অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম, পশ্চিমবঙ্গের আহ্বায়ক উজ্জয়নী হালিম এবং শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সহ সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক। বক্তারা বলেন, নির্বাচনে মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার, মাদক দ্রব্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষ, ঘৃণা-ভাষণ, কর্পোরেট সংস্থার প্রভাব, নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা, পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগিয়ে মিথ্যা সংবাদ তৈরি, প্রচার, নাগরিকদের বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করা, ভোটিং মেশিনে কারচুপি ইত্যাদি নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে। ফলে নির্বাচনে যথার্থ জনমত প্রতিফলিত হয় না। নানা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বক্তারা সেগুলি তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে এই ধরনের সেমিনার বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে।

গণধর্ষণের প্রতিবাদে পর্ণশ্রী থানায় বিক্ষোভ

কলকাতার বেহালায় পর্ণশ্রী থানা এলাকায় ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডে দুই ছাত্রীর ওপর গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর ডাকে পোলার বাজার থেকে মিছিল করে পর্ণশ্রী থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। তিনজনের এক প্রতিনিধি দল ওসি-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। ওসি এলাকায় নজরদারি বাড়ানো ও মাদকচক্র বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

এই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা ব্যক্তিদের কোনও ভাবে আড়াল না করার দাবি জানানো হয়। বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস মৃত্যুঞ্জয় রায় ও সত্যজিৎ চক্রবর্তী সহ অন্যরা। পরে মিছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ত্রিপুরার আগরতলায় রাজ্যে নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে মিছিল এআইএমএসএস-এর

রেলে শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে যুব বিক্ষোভ

এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে ৯ মার্চ সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে দেশের বিভিন্ন রেল স্টেশনের ম্যানেজারের মাধ্যমে রেলমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। দাবি জানানো হয় ট্রেনে জেনারেল ও স্লিপার কোচের সংখ্যা কমানো চলবে না, তিন লক্ষ শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে, বেকার যুবক-যুবতীদের স্থায়ী চাকরি দিতে হবে, বরিষ্ঠ নাগরিকদের ভাড়ায় আগের মতো ৫০ শতাংশ কনসেশন দিতে হবে, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সব দূরপাল্লার ট্রেনে সাধারণ কোচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে ৫৫টি রেলওয়ে স্টেশনে প্রতিবাদ সভা, মিছিল ও স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বলে জানান সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল।

কল্যাণী স্টেশন বিক্ষোভ

এআইইউটিইউসি-র সম্মেলন

শিলিগুড়ি ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র পঞ্চম দার্জিলিং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কনফারেন্স হলে। স্কিম ওয়ার্কার্স, পরিচারিকা, পরিবহণ, চা, ব্যাঙ্ক, বিড়ি, পেপার মিল সহ মোট ২২টি ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীরা এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। দেবাশীষ শর্মাকে সভাপতি এবং জয় লোধকে সম্পাদক করে ২৪ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস।

বেলদা ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি পশ্চিম মেদিনীপুর (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলার ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বেলদা শহরের নজরুল ভবনে। সম্মেলনে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের তিন শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন থেকে অনন্ত মাজিকে সভাপতি, পূর্ণ বেরাকে সম্পাদক করে ২০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

রায়গঞ্জ ঃ ৩ মার্চ রায়গঞ্জের ক্যারিটাস হলে অনুষ্ঠিত হল এআইইউটিইউসি-র উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন। নানা ক্ষেত্রের তিন শতাধিক শ্রমিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। গোপাল দেবনাথকে সম্পাদক ও দুলাল রাজবংশীকে সভাপতি নির্বাচিত করে ২৪ জনের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি গঠিত হয়।

এবার শিক্ষকের বাক স্বাধীনতায় কোপ তামিলনাড়ুতে

তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষিকা উমা মহেশ্বরী অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য ও সেভ এডুকেশন কমিটি তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্যতম সহ-সভাপতি। তিনি ডিজিটাল মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করেন ও লেখাটি বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এই লেখা প্রকাশের জন্য ৭ মার্চ তামিলনাড়ুর সরকার তাঁকে সাসপেন্ড করে। সেভ এডুকেশন কমিটি এর তীব্র নিন্দা করে এই সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

তিনের পাতার পর

রূপে কিছুটা হলেও 'আমলাতান্ত্রিক' হয়ে পড়বে।

কাউটস্কির মতে যেহেতু সমাজতন্ত্রে নির্বাচিত কর্মকর্তা থাকবে, সরকারি কর্মকর্তা থাকবে, তাই আমলাতন্ত্রও থাকবে! ঠিক এইখানেই তিনি ভুল করেছেন। কমিউনের উদাহরণ দিয়ে মার্ক্স দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্রে সরকারি কর্মকর্তারা আর 'আমলা' থাকবে না। সরকারি কর্মকর্তাদের নির্বাচন এবং তাদের ফিরিয়ে আনার নিয়ম যে অনুপাতে কার্যকর করা যাবে, তাদের বেতন গড়পড়তা একজন মজুরের বেতনের পর্যায়ে যে অনুপাতে নামিয়ে আনা যাবে, এবং সংসদীয় প্রতিষ্ঠানকে আইন ও প্রশাসন এই দুই ক্ষেত্রেই কার্যকর একটা প্রতিষ্ঠান দ্বারা যে অনুপাতে প্রতিস্থাপিত করা যাবে, সেই অনুপাতে সরকারি কর্মকর্তারা আর আমলা থাকবে না।

আসল কথা হল, পন্নেকয়েকের বিরুদ্ধে কাউটস্কির সমস্ত যুক্তি, বিশেষ করে তাঁর অপূর্ব বক্তব্য, এমনকি পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নেও আমরা আমলা ছাড়া চলতে পারবো না— সাধারণভাবে মার্ক্সের বিরুদ্ধে বার্নস্টাইনের পুরনো 'যুক্তির' পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। তাঁর দলত্যাগের সাক্ষ্য বহনকারী গ্রন্থ 'দি প্রেমিসেস অব সোসালিজম'-এ বার্নস্টাইন 'আদিম' গণতন্ত্রের ধারণার বিরোধিতা করেছেন। এই আদিম গণতন্ত্রকে তিনি 'তত্ত্বসর্বস্ব গণতন্ত্র' বলেছেন। তাঁর মতে এই গণতন্ত্রের রূপ হল— অবশ্যপালনীয় হুকুম, বিনা বেতনের কর্মচারী, অক্ষম কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সংস্থা, ইত্যাদি। এই 'আদিম গণতন্ত্র' অকার্যকর, তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি ওয়েব দম্পতির ব্যাখ্যা মোতাবেক ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বিরক্তির সাথে বলেছেন, 'চরম স্বাধীনতায়' সত্তর বছরের বিকাশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে এই বিষয়ে প্রত্যয়ী করেছে, আদিম গণতন্ত্র কোনও কাজের নয়। তাই তারা এই গণতন্ত্রকে আমলাতন্ত্র সহ সংসদীয় ব্যবস্থা দ্বারা অর্থাৎ সাধারণ গণতন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছে।

বাস্তব ঘটনা হল, ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ 'চরম স্বাধীনতার মধ্যে' হয়নি। ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ হয় চরম পুঁজিবাদী দাসত্বে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই ব্যবস্থায় বর্তমান পাপাচার, হিংসা, মিথ্যাচারকে উৎসাহিত করা হয়, 'উচ্চ আমলাতন্ত্র' থেকে গরিবদের বাদ দেওয়াকে 'এড়িয়ে যাওয়া যায় না'। সমাজতন্ত্রে 'আদিম' গণতন্ত্রের অনেকটাই নিশ্চিতরূপে ফিরিয়ে আনা হয়। কারণ, সভ্য সমাজের ইতিহাসে এই প্রথম, জনগণ স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করার স্তরে উঠবে। উঠবে শুধু ভোট দেওয়া আর নির্বাচনী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নয়, দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম করার যোগ্যতাও তারা অর্জন করবে। সমাজতন্ত্রে সবাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরিচালনা করবে, এবং কোনও শাসক ছাড়াই তারা কাজেকর্মে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

মার্ক্সের বিচার-বিশ্লেষণী প্রতিভা অনুধাবন করতে পেরেছিল, কমিউনের ব্যবহারিক পদক্ষেপই হল ইতিহাসে নতুন দিনের সূচনা। এই নতুন দিনকেই সুবিধাবাদীরা ভয় পায়, একে তারা স্বীকার করতে চায় না। কারণ তারা ভীরু, তারা কখনওই বুর্জোয়াদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না। এই কথা নৈরাজ্যবাদীরা অনুধাবন করতে চায় না। কারণ, হয় তাদের খুব তাড়া আছে, আর না হয় তারা মহান সামাজিক পরিবর্তনের শর্তগুলো আদৌ বোঝে না। 'আমরা এমনকি পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙার চিন্তা করব না, আমাদের মন্ত্রী আমলা না হলে চলবে কী করে?'— সুবিধাবাদীদের যুক্তি হল এই রকম। এই সুবিধাবাদীরা সম্পূর্ণ রূপে কূপমণ্ডুক চিন্তায় নিমজ্জিত। এরা শুধু বিপ্লবে বিশ্বাস করে না, বিপ্লবের সৃজনী ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না তাই নয়, তারা বিপ্লবকে মৃত্যুর মতো ভয় পায় (আমাদের মেনশেভিক ও সোসালিস্ট রেভলিউশনারিদের মতো)।

"আমরা অবশ্যই শুধু পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার কথা ভাবব, আগের সর্বহারা বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা কী বা যা ধ্বংস করা হল তার জায়গায় কী বসাতে হবে, এবং কেমন করে বসাতে হবে, এ সব অনুসন্ধান করে কোনও লাভ নেই।" এই হল নৈরাজ্যবাদীদের যুক্তি। (এই যুক্তি সর্বোত্তম নৈরাজ্যবাদীদের। এ যুক্তি ক্রপটকিন ও তাঁর অনুগামীদের নয়, যাঁরা কোনওক্রমে বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনে চলে) স্বাভাবিকভাবে, নৈরাজ্যবাদীদের রণকৌশল হতাশার রণকৌশলে পরিণত হয়। তা গণআন্দোলনের ব্যবহারিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য নির্মম সাহসী বিপ্লবী উদ্যমে পরিণত হয় না।

এই দুই ধরনের ভ্রান্তিকে এড়িয়ে চলার শিক্ষা মার্ক্স আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, সমগ্র পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙার কাজে চূড়ান্ত সাহসের সাথে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে তিনি শিখিয়েছেন, প্রশ্নটিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে রাখো ঃ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কমিউন নতুন সর্বহারা রাষ্ট্র গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল। বিস্তৃত গণতন্ত্র অর্জন করার জন্য এবং আমলাতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য কমিউন এই এই কাজ করেছিল। আসুন, আমরা কমিউনার্ডদের কাছ থেকে বিপ্লবী সাহসিকতার শিক্ষা গ্রহণ করি।

আসুন আমরা দেখি, বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা দ্রুত ও তখনই করা যায়, এই ধরনের কী কী পদক্ষেপের রূপরেখা গ্রহণ করেছিলেন। আর তারপর সেই পথ অনুসরণ করে আমরা আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করব।

এইভাবে আমলাতন্ত্রকে ধ্বংসের সম্ভাবনা নিশ্চিত। নিশ্চিত এই কারণে, সমাজতন্ত্র কাজের দিন কমিয়ে দেবে, জনগণকে একটা নতুন জীবনে উন্নীত করবে, এবং এমন একটা পরিবেশ রচনা করবে যেখানে অধিকাংশ জনগণের প্রত্যেকেই 'রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম' করতে পারবে। এর কোনও ব্যতিক্রম থাকবে না। এই পরিবেশ সাধারণভাবে সব ধরনের রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ বিলোপের পথে নিয়ে যাবে।

কাউটস্কি আরও বলেছেন, "জনগণের ধর্মঘটের উদ্দেশ্য কোনওমতেই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা হতে পারে না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, নির্দিষ্ট বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে জোর করে দাবি আদায় করা বা সর্বহারা শ্রেণির প্রতি খানিকটা সহানুভূতিসম্পন্ন সরকার দিয়ে একটা শত্রু ভাবাপন্ন সরকারকে অপসারিত করা।... কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতেই (অর্থাৎ, শত্রুভাবাপন্ন সরকারের উপর সর্বহারা শ্রেণির বিজয়) তা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার দিকে যেতে পারে না। শুধু রাষ্ট্রের মধ্যেই শ্রেণি সম্পর্কের খানিকটা অদল বদল হতে পারে। এখানে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য হল, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সংসদকে সরকারের পরিচালক হিসাবে রূপান্তরিত করে, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা।" (পৃষ্ঠা ৭২৬,৭২৭,৭৩২)

এ একদম খাঁটি ও নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ ছাড়া কিছু নয়। নামেই বিপ্লব, কার্যক্ষেত্রে বিপ্লবকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। "সর্বহারার প্রতি নমনীয় সরকার" ছাড়া কাউটস্কি আর বেশি কিছু চিন্তা করতে পারেননি। যেখানে ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট ইস্তাহার ঘোষণা করেছিল, "শাসক শ্রেণি হিসাবে সর্বহারার সংগঠন" প্রয়োজন, এই পণ্ডিতমূর্খ সুলভ উদ্ভট কল্পনা তার থেকে এক ধাপ পিছিয়ে গেল।

কাউটস্কিকে শিয়েডমান, প্লেখানভ, ভান্ডারভেল্ডদের সাথে তাঁর পরমপ্রিয় "ঐক্য" গড়ে তুলতে হবে। এঁরা সবাই "সর্বহারার প্রতি অনেক নমনীয়" সরকারের জন্য লড়াই করতে রাজি আছেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রের প্রতি এই সব বিশ্বাসঘাতকদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য আমরা সংগ্রাম করব। সংগ্রাম করব, যাতে সশস্ত্র সর্বহারারা নিজেরাই সরকারে পরিণত হয়। এই দুটি বিষয় অনেক অনেক আলাদা।

কাউটস্কিকে লেগিয়েনস ও ডেভিড, প্লেখানভ, পত্রেসভ, সেরেতেলি ও চার্নভদের আরামদায়ক সঙ্গ উপভোগ করতে হবে। এঁরা 'সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে' সংসদকে 'সরকারের পরিচালক' হিসাবে রূপান্তরিত করে 'রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণি সম্পর্কের অদল বদল' করতে খুবই রাজি আছেন। খুবই মহান উদ্দেশ্য! এর পুরোটাই সুবিধাবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য। এটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সংসদীয় ব্যবস্থার সীমার মধ্যে সমস্ত কিছুকে বেঁধে রাখে।

কিন্তু আমরা সুবিধাবাদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। আর এই সংগ্রামে সমস্ত শ্রেণি সচেতন সর্বহারা আমাদের সাথে থাকবেন। থাকবেন, 'শ্রেণি সম্পর্ক অদল বদল করার জন্য নয়', থাকবেন বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার জন্য, বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য, কমিউন ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য, বা শ্রমিক সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতের জন্য, থাকবেন সর্বহারার বিপ্লবী একনায়কত্বের জন্য।

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রে কাউটস্কির দক্ষিণ হস্ত হিসাবে কাজ করা নানা ধারা আছে। যেমন, জার্মানিতে সোসালিস্ট মান্থলি (লেগিয়েন, দাভিদ, কোলব ও অন্যান্য অনেকে। এদের সাথে আছেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার স্টানিং ও ব্রান্টিং), ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে জুরেস ও ভ্যান্ডারভেলডদের অনুগামীরা, তুরাতি, ট্রেভেস সহ ইতালির পার্টির দক্ষিণপন্থীদের অন্যান্য প্রতিনিধিরা, ইংল্যান্ডের ফেবিয়ান ও "ইন্ডিপেন্ডেন্ট"রা (দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি, বাস্তবে যারা সব সময় লিবারেলদের উপর নির্ভরশীল)। এই রকম আরও অনেকে আছেন। এই সব ভদ্রমহোদয়েরা তাঁদের দলের সংসদীয় কাজকর্ম ও প্রেসের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য ও কখনও কখনও মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এরা সরাসরি সর্বহারা একনায়কত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং খোলাখুলি সুবিধাবাদী নীতির পক্ষে ওকালতি করেন। এই সব ভদ্রমহোদয়দের চোখে, সর্বহারা 'একনায়কত্ব' গণতন্ত্রের 'বিরোধিতা' করে!! এদের সাথে বাস্তবে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মর্মবস্তুতে কোনও পার্থক্য নেই।

এই পরিস্থিতিকে বিচার করে, আমরা সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেছি, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ঘোষিত প্রতিনিধিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সম্পূর্ণ সুবিধাবাদের পাঁকে ডুবে গেছে। কমিউনের অভিজ্ঞতা শুধু ভুলে যাওয়া হয়নি, তাকে বিকৃত করা হয়েছে। শ্রমিকদের সংগ্রামে নামার সময় এগিয়ে আসছে, সংগ্রামে তাঁদের নামতেই হবে, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে তাকে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে হবে। এইভাবে তাঁদের শাসন হবে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ভিত্তি। শ্রমিকদের অন্তরে এই সব চিন্তার নিরন্তর অনুশীলন করানো তো দূরের কথা, এর বিপরীত উপদেশই তাঁরা বাস্তবে শ্রমিকদের দিচ্ছেন এবং 'ক্ষমতা জয়ের' বিষয়টা এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করছেন যাতে তার মধ্যে সুবিধাবাদের জন্য হাজার গণ্ডা পলায়নের রাস্তা খোলা থাকে।

রাষ্ট্রের সাথে সর্বহারা বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্নকে বিকৃত করা বা গোপন করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করে পারে না। কারণ, এই সময় রাষ্ট্রের হাতে সামরিক যন্ত্র আছে। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার ফলে এই সামরিক যন্ত্র বিস্তৃত হয়ে সামরিক দানবে পরিণত হয়েছে। এই সামরিক দানব লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে। হত্যা করছে, ইংল্যান্ড না জার্মানি, এই লগ্নি পুঁজি না ওই লগ্নি পুঁজি দুনিয়াকে শাসন করবে, তা নিষ্পত্তির জন্য। (শেষ)

১। পন্নেকয়েক : ডাচ সমাজতন্ত্রী লেখক। এক সময় মার্ক্সবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি জার্মান পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তার অনেক পরিবর্তন ঘটে।

রাস্তার দাবি ঃ জেলাশাসক অফিসে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের সিদ্ধা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জিঞ্জাদা বাজার সংলগ্ন দুগ্ধ সেন্টার থেকে টোপা ড্রেনেজ খালের বাঁধ পর্যন্ত দেড় কিমি রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অনুপযোগী ছিল। এলাকার অধিবাসীদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ ২০২৩-এ এক ঠিকাদারকে ঢালাই রাস্তা তৈরির ওয়ার্ক অর্ডার দেয়। গত বছর মে মাসে কাজ শুরু হলেও তা এখনও চলছে।

অবিলম্বে রাস্তার কাজ শেষ করার দাবিতে ১ মার্চ কোলাঘাট ব্লক রাস্তা উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক ও ডব্লিউবিএসআরডিএ-র একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে বিক্ষোভ হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বন্ডের তথ্য দিতে ভয় কেন স্টেট ব্যাঙ্কের

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো ৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ না করে আরও কয়েকমাস সময় চাইছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সুপ্রিম কোর্ট সে আর্জি খারিজ করে ১২ মার্চেই বন্ডের তথ্য প্রকাশ করতে বললেও, স্টেট ব্যাঙ্ক কী করবে, এ লেখা তৈরি হওয়া পর্যন্ত তা জানা নেই।

সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী বন্ডকে বেআইনি আখ্যা দিয়ে তার তথ্য প্রকাশের নির্দেশ দেওয়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন এবার অন্তত কাদের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা নিয়েছে বিজেপি তা প্রকাশ হয়ে যাবে। অনেকেই ভেবেছিলেন, এবার বিজেপির মুখোশ খুলবে। কিন্তু সময়সীমার দু'দিন আগেই ৪ মার্চ স্টেট ব্যাঙ্ক সুপ্রিম কোর্টেকে জানায় ৩০ জুন পর্যন্ত সময় প্রয়োজন। যার অর্থ লোকসভা ভোটের আগে এ তথ্য ব্যাঙ্ক জানাবে না। কাকে বাঁচাতে বা কার নির্দেশে ব্যাঙ্কের এই 'ধীরে চলো' নীতি?

কেন এত সময় প্রয়োজন? ব্যাঙ্কের কাজ কি এখন হাতে লিখে হয়? ২০১৭-১৮-তে স্টেট ব্যাঙ্ক নির্বাচনী বন্ড বিক্রি ও ভাঙানোর জন্য বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল। তারপর ২০১৯ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে বিক্রি হয়েছে ২২, ২১৭টি বন্ড। কারা, কত টাকার বন্ড কিনেছে, কোন দল তা ভাঙিয়ে টাকা তুলেছে এ সংক্রান্ত সব তথ্যই ব্যাঙ্কের কম্পিউটারে নথিভুক্ত আছে। এ টুকুর প্রিন্ট নিতে এবং সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে বা সংবাদমাধ্যমের কাছে তুলে ধরতে চার মাস সময় লাগবে কোন হিসাবে? স্টেট ব্যাঙ্ক কি সরকারের নির্দেশ ছাড়া এ কাজ করতে পারে? তা হলে নির্বাচনী বন্ডের 'ডাল মে' কি সবটাই 'কালা'? পুঁজিপতিরাই বা কেন বড় বড় সংসদীয় দলগুলিকে কোটি কোটি টাকা দেয়? এর কারণ, টাকা দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে তাঁরা নিজেদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করে। পার্লামেন্টে পুঁজিপতিদের স্বার্থের পরিপূরক বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা, দেশের ভিতরে এবং বাইরে তাদের পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার রাজনৈতিক এজেন্ট হিসাবে ভূমিকা পালন করার কাজটি সরকার করে থাকে। ২০১৭-'১৮ থেকে ২০২২-'২৩-এর মধ্যে ছ'বছরে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল। এর মধ্যে বিজেপি একাই পেয়েছিল ৬৫৬৪ কোটি টাকা। কংগ্রেস পেয়েছিল ১১৩৫ কোটি টাকা, তৃণমূল কংগ্রেস ১০৯৬ টাকা।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) বিগত বছরগুলিতে কর্পোরেট ফান্ডিং নিয়ে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা গেছে এর সিংহভাগ টাকা গেছে বিজেপির তহবিলে। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের তহবিলে বাকিটা গেছে। নির্বাচনী বন্ডের তথ্য সামনে এলে সাধারণ মানুষের কাছেও পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে এই সংসদীয় দলগুলি আসলে কাদের দল, কাদের টাকায় চলে, কাদের স্বার্থ রক্ষা করা তাদের কাজ। এই বিষয়টি গোপন করতেই কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে স্টেটব্যাঙ্ক তথ্য জানাতে গড়িমসি করছে কি?

দক্ষিণ বারাশতে ভ্যান-রিক্সার ইউনিয়ন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার দক্ষিণ বারাশতে ইউথ কর্নার মোড়ে ভ্যানচালকরা এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চল রিক্সা ভ্যানচালক সমিতি গড়ে তুললেন। ৭ মার্চ প্রায় ৭০ জন ভ্যানচালক এক সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের জীবনের সমস্যার কথা আলোচনা করেন এবং এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ইউনিয়নের নেতৃত্বে আগামী দিনে তাঁদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। ট্রেড ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রচার এবং আগামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন তাঁরা।

সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ভ্যানচালক পাঁচু রং। এআইইউটিইউসি-র পক্ষে আলোচনা করেন সমীর শান্তারা ও সুবীর দাস। লব মণ্ডল ও প্রফুল্ল মণ্ডলকে যুগ্ম সম্পাদক, তপন রাইকে কোষাধ্যক্ষ ও দিবাকর দাসকে সভাপতি নির্বাচিত করে ১৫ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

যুদ্ধাপরাধী নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবি ইজরায়েলেই

ইজরায়েলের ভিতর থেকেই উঠছে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবি। ভারতের মোদি সরকারের মতো ইজরায়েলের নেতানিয়াহু সরকারও ইজরায়েলি নাগরিকদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর নির্মম পুলিশি আক্রমণ নামিয়ে আনছে। সম্প্রতি ইজরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে 'হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' চালাতে শুধুমাত্র ২০২৪ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে তাদের প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে। ইজরায়েলি শাসকরা তাদের দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি ও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সর্দার মার্কিন শাসকদের স্বার্থে যুদ্ধব্যবসাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। তাই অস্ত্র পরীক্ষা ও খালাস দুইয়ের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েল বেছে নিয়েছে গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের প্যালেস্টিনীয় নাগরিকদের। ২০০৭-এর পর থেকে নানা অজুহাতে পাঁচ পাঁচটি যুদ্ধ চালিয়ে লক্ষাধিক প্যালেস্টিনীয়কে হত্যা করেছে ও গৃহহীন করেছে। কিন্তু সাথে সাথে ইজরায়েলের সাধারণ মানুষের পরিস্থিতিও সঙ্গীন। যুদ্ধ সব সময়তেই পুঁজিপতিদের সাময়িক একটা সঙ্কট থেকে বাঁচায়, সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনে বৃহত্তর সঙ্কট। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই বিষচক্র থেকে কখনও বেরোতে পারে না। দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ মাসের যুদ্ধের প্রভাবে আজ ইজরায়েলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার প্রায় ১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি খোদ রাজধানী তেল-আভিভের বুকে হাজারে হাজারে ইজরায়েলি নাগরিক যুদ্ধাপরাধী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা বলেন যে, আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধে হাজার হাজার সৈন্য আহত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে কয়েকশো সৈন্য মারা গেছে। আমরা গাজায় এই গণহত্যা বন্ধের দাবি জানাচ্ছি। সরকার জনগণের স্বার্থের কথা ভেবে সঠিক পদক্ষেপ নিলে এবং ঠিকমতো উভয়পক্ষের বন্দি-বিনিময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে দেশের আর্থিক অবস্থা আজকের মতো এমন সঙ্কটজনক হত না। চরম ফ্যাসিবাদী ও জায়নবাদী নেতানিয়াহু সরকারের পুলিশ শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে জলকামান চালিয়ে দমন করে এবং শতাধিক প্রতিবাদী ইজরায়েলি নাগরিকদের গ্রেপ্তার করে।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, 'ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় সাংবাদিক মনিকা মুরহেড একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বিশেষ ভাবে ইজরায়েলের এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী— ইজরায়েলের অর্থনীতির অন্যতম জোগানদার দখলীকৃত জেরুজালেম শহরের পর্যটন শিল্পে সংকট। ৭ অক্টোবর থেকে চলা যুদ্ধের ফলে বিদেশি ও ইজরায়েলি পর্যটক সংখ্যা প্রতি মাসে কয়েক মিলিয়ন থেকে কয়েক হাজারে নেমে এসেছে। শুধু তাই নয়, ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইজরায়েলি ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের হিসাব অনুযায়ী ৫ লাখের বেশি ইজরায়েলি নাগরিক দেশ ছেড়েছেন। রেস্টুরেন্ট, অন্যান্য সমস্ত দোকানপাট ও ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ইজরায়েলের পর্যটন শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইজরায়েলের নির্মাণ শিল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ শ্রমিক ছিলেন প্যালেস্টিনীয়। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের ফলে এই শ্রমিকরা ইজরায়েল রাষ্ট্রে কাজ করতে অনিচ্ছুক। তাই বাধ্য হয়ে ভারত সহ বিভিন্ন এশীয় দেশ থেকে ৭০ হাজার শ্রমিক আনছে ইজরায়েল।

বিশ্ব জুড়ে গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের চাপে আরব দেশ সহ দক্ষিণ আফ্রিকার বহু দেশের সরকার ইজরায়েলের সাথে তাদের অস্ত্র চুক্তি ও অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইউরোপ সহ আরব দেশগুলিতে ইজরায়েলি দ্রব্য বয়কট আন্দোলন ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ফলে চাপ বাড়বে জায়নবাদী ইজরায়েলি শাসক ও তাদের গুরু মার্কিন কর্তাদের উপরেও। খোদ ইজরায়েলের মানুষও আজ যুদ্ধ বন্ধ হোক চাইছেন।

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার (দক্ষিণ) খেজুরি লোকাল সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড সুবীর মাইতি ১৪ ফেব্রুয়ারি নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৭১ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

ওই দিন গভীর রাতে তাঁর মরদেহ কলাগেছিয়ায় তাঁর বাসভবনে আনা হয়। পরদিন সকালে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জীবন দাস ও তপন কুমার সামন্ত, জেলা সম্পাদক কমরেড অশোকতরু প্রধান সহ এলাকার অন্যান্য নেতা-কর্মীরা তাঁর বাড়িতে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

১৯৯০-এর দশকে তৎকালীন লোকাল কমিটির সম্পাদক তাঁর ভাই কমরেড সুজিত মাইতির সাহচর্যে তিনি দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। এর আগে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'খেজুরি সংস্কৃতি সংসদ'-এর তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য কর্মী। প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার লক্ষ্য ছিল তখনকার সি পি এম-এর দমবন্ধ করা দাপটের মধ্যেও দলমত নির্বিশেষে এলাকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমন্বিত করে একটি মঞ্চ গড়ে তোলা। কমরেড সুবীর মাইতি ছিলেন এর আমৃত্যু সম্পাদক। তিনি যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দলের যে দায়িত্ব তিনি নিতেন, তা পালন করতেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে। নিয়মিত গণদাবী বিক্রি করতেন। দলের বিভিন্ন শিবিরে রান্নার কাজে সহকারী হিসেবেও তিনি যেতেন। ফুটবলার ও অভিনেতা হিসেবে তিনি এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন।

২ মার্চ প্রগতি পরিষদ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর স্মরণসভা। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ মাইতি, তপন কুমার সামন্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় স্মৃতিচারণ করেন কলাগেছিয়া জগদীশ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তিরাম দাস।

কমরেড সুবীর মাইতি লাল সেলাম

উত্তর দিনাজপুর জেলায় দলের ঘনিষ্ঠ সমর্থক কমরেড ভবেশ চন্দ্র দাস ৪ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

কমরেড ভবেশ চন্দ্র দাস ব্যাঙ্কে কর্মরত থাকার সময় দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে এসে দলের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর থেকে তিনি দলের কাজকর্মের মধ্যেই থেকেছেন। চাকরিসূত্রে রায়গঞ্জে বদলি হওয়ার পর সেখানে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন, বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলা, বৃত্তি পরীক্ষা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষের নানা প্রয়োজনে তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেন। শ্রমিকদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। উত্তর-দিনাজপুর জেলায় এআইইউটিইউসি-র প্রথম সম্মেলনে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবকের মতো।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় কর্মীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। বহু সাধারণ মানুষও তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান।

কমরেড ভবেশ চন্দ্র দাস লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 30 Bengali Weekly March 15, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

৫ মার্চ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

বারাণসীতে যুব কনভেনশন

৩ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশে বারাণসীর মৈদাগিন এলাকার পারারকার স্মৃতিভবন হলে অনুষ্ঠিত যুব কনভেনশনে যোগ দিলেন কয়েকশো যুবক।

মুখ্য অতিথি ছিলেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মোহাম্মদ আরিফ। ভয়াবহ বেকারি এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন। 'বিকশিত ভারতে'র ফাঁপানো প্রচারকে বিদ্রুপ করে তিনি বলেন, দেশ এমনই বিকশিত যে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূলে রেশন দিতে হচ্ছে। বিগত ১০ বছরের শাসনে মানুষকে ভিখারি বানিয়ে মোদিজি এখন নিজের ছবি ছাপানো ব্যাগ হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। এটাই তাঁর বড় কৃতিত্ব। সমাজের নৈতিক স্তরকে ধ্বংস করতে মদ এবং মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে যে দাবি এই সংগঠন তুলেছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানান তিনি এবং বলেন, এর বিরুদ্ধে কুর্সি বদলের রাজনীতির পরিবর্তে সমাজ বদলের রাজনীতির নিরিখেই দেশ জুড়ে যুব আন্দোলন গড়ে তোলা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

কনভেনশনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অমরজিৎ কুমার এবং সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের নানা বিভাগে খালি পদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। অসংগঠিত-সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানের চিত্র সবিস্তারে তুলে ধরে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপরে বিশেষ জোর দেন তাঁরা। সংগঠনের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক, সভাপতি সহ অন্য নেতারাও বক্তব্য রাখেন।

উচ্চমাধ্যমিকে সেমেস্টার

এআইডিএসও-র প্রতিবাদ

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার চালুর ঘোষণা করেছে সরকার। এর তীব্র বিরোধিতা করে এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ৯ মার্চ বলেন, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিকে এ রাজ্যে নানা ভাবে রূপায়ণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের শিক্ষানীতি আসলে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির ফটোকপি। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে উচ্চমাধ্যমিকের বোর্ড পরীক্ষা তুলে দেওয়ার দিকে যাচ্ছে রাজ্য সরকার।

তিনি বলেন, রাজ্যে ইতিমধ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে সেমেস্টার চালুর ফলে উচ্চশিক্ষায় সুসংহত জ্ঞানচর্চার পরিমণ্ডল খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেমেস্টার সিস্টেমে ক্লাসের সময় কমে আসছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিলেবাস শেষ হচ্ছে না, সঠিক সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হচ্ছে না। সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষার পরিমণ্ডল ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্কুল শিক্ষায় সেমেস্টার চালু হলে স্কুল শিক্ষাব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

বর্তমানে স্কুলগুলোতে শিক্ষকের অভাব, পরিকাঠামোর অভাব, লাইব্রেরির অভাব, ল্যাবরেটরির অভাব ব্যাপক আকার নিয়েছে। এই অবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার চালু হলে শিক্ষার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ধারাবাহিকভাবে গড়ে তুলতে পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজ, শিক্ষক অভিভাবক সমাজ সহ শিক্ষাব্রতী মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। এর প্রতিবাদে সমস্ত জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল করে এআইডিএসও।

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দফতরে

জার্মানির কমিউনিস্ট প্রতিনিধি দল

দুই দলের নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়

ভারতের একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আহ্বানে ৪ মার্চ কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চারদিনের সফরে এসেছিলেন মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট পার্টি অফ ডয়েৎসল্যান্ড (এমএলপিডি)-র চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। এমএলপিডি-র চেয়ারপার্সন কমরেড গ্যাবি ফ্লেচনারের নেতৃত্বে জার্মান পার্টির নেতারা ভারতে নিপীড়িত মানুষের বিভিন্ন অংশের দাবি নিয়ে বিপ্লবী লক্ষ্যে যে সমস্ত সংগঠন লড়াই করছে, তাদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁরা ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি, কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস, মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস-এর প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করেন। এ ছাড়াও তাঁরা দলের মেডিকেল ইউনিট ও বিজ্ঞান ইউনিটের সদস্য এবং স্কিম ওয়ার্কারদের সংগঠনের সাথে মত বিনিময় করেন। দুই দলের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক নানা দিক এবং গণআন্দোলন নিয়ে দীর্ঘ ও প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।

৬ মার্চ কেন্দ্রীয় অফিসে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ পলিটবুরোর কয়েকজন নেতার সাথে আলোচনায় অংশ নেন এমএলপিডি-র প্রতিনিধিরা। একটা দেশে যথার্থ মার্ক্সবাদী পার্টি গড়ে তোলার প্রকৃত রাস্তা কী তা নিয়ে দুই দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলি ও বর্তমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত নানা বই জার্মান প্রতিনিধি দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁরাও তাঁদের দলের চিন্তা সংবলিত বই এস ইউ সি আই (সি) নেতৃবৃন্দের হাতে তুলে দেন।

সন্দেশখালিতে এসইউসিআই(সি) প্রতিনিধি দল

উত্তর ২৪ পরগনার নদীবেষ্টিত সন্দেশখালিতে মহিলা সহ সাধারণ মানুষের উপর তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনীর লাগাতার অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ৮ মার্চ দলের পক্ষ থেকে দশ জনের এক প্রতিনিধিদল বেড়মজুর-কাছারিপাড়া, জেলিয়াখালি-হালদারপাড়া, রামপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে পরিদর্শন করেন ও মানুষের সাথে কথা বলেন। দলে দলে মানুষ এগিয়ে এসে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলেন ও তাঁদের অভিযোগ জানান। তাঁরা সরকার, পুলিশ-প্রশাসন এবং সরকারি দলের জনবিরোধী ভূমিকা তুলে ধরেন।

উপস্থিত গ্রামবাসীরা নিজেরা স্লোগান দেন এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস চঞ্চল ঘোষ, সফিক মোল্লা, রফিক মোল্লা সহ অন্যরা। প্রতিনিধিরা বেড়মজুরে তেভাগা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানান।

বিজেপির 'বিকশিত' ভারত এক নজরে

খাদ্যশস্যের ব্যাগে মোদির ছবি, খরচ প্রায় ১৫ কোটি

গরিব মানুষের হাতে বিনা পয়সায় খাবার তুলে দেওয়ার জন্য রেশনের ব্যাগে ছাপা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির ছবি। সেই ব্যাগ কিনতে সরকারি কোষাগার থেকে খরচের বহর প্রায় ১৫ কোটি টাকা। (আনন্দবাজার পত্রিকা-৩ মার্চ, ২০২৪)

প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচনী স্বার্থ পূরণে শাসক দলের রাজনৈতিক স্বার্থে জনগণের টাকা অপচয়ের অধিকার কে দিয়েছে বিজেপিকে?

কর্পোরেটদের সাড়ে ১৪ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব

কর্পোরেটদের সাড়ে ১৪ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া মাত্র দুটি কর্পোরেট সংস্থার হাতে ভারতীয় বিমানক্ষেত্রের ৯০ শতাংশ তুলে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। গুজরাটের জামনগরে সেনার বিমানবন্দরটিকে ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছেলের প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১০ দিনের জন্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তকমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর জন্য করদাতাদের টাকায় তার ভোল বদলানো হয়েছে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা-৩ মার্চ, ২০২৪)

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com